তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৯

চিনিশিল্পের স্বার্থে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর

দর্শনা (চুয়াডাঙ্গা), ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

 দেশের চিনিশিল্পের সুরক্ষার স্বার্থে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, লোকসান কাটিয়ে দেশীয় চিনিশিল্পকে লাভবান করার জন্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

 শিল্পমন্ত্রী আজ চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় অবস্থিত কেরু এন্ড কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক, আখচাষি, রাজনীতিবিদ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার, আলি আজগর টগর, একেএম ফজলুল হক, কাজিম উদ্দিন আহমেদ, সহিদুজ্জামান ও শফিকুল আজম।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারি শিল্প কারখানার শ্রমিকরা যাতে চাকরি না হারায় সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশীয় চিনিশিল্পের স্বার্থে আমদানিকৃত ‘র’ সুগারের উপর ভ্যাট বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি এ সময় ভোক্তাদের দেশীয় চিনি ব্যবহারের আহ্বান জানান।

 চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মাহবুবুর রহমান, কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহিদ আলি আনছারি, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।

 এর আগে শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী কেরু অ্যান্ড কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের বিভিন্ন দফতর পরিদর্শন ও কয়েকটি নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন।

#

মাসুম/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৮

**বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে অধিকারবঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছিলেন**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, ১৯৭৪ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় দেওয়া প্রদত্ত ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র বিশ্বের অধিকারবঞ্চিত মানুষ তথা মানবতার পক্ষে কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চের ভাষণ যেমন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত; তেমনি বঙ্গবন্ধুর ১৯৭৪ সনের ২৫ সেপ্টেম্বরের ভাষণও ছিল মানবতার মুক্তির স্পষ্ট জয়গাঁথা। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে; অন্যায়-অবিচার, বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন শোষিতের পক্ষে, শোষকের বিরুদ্ধে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত ‘২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ : জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও শোষণমুক্ত পৃথিবী গঠনের দার্শনিক ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মদের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ (আইসিটিবিডি) সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহায়ক ও বাংলাদেশ হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ওয়ালিউর রহমান।

 সেমিনারে মূল প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ এবং বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মোঃ আবদুল মজিদ।

#

ফয়সল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৭

বঙ্গবন্ধুর স¦প্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী কাজ করে যাচ্ছেন

---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিরা তাঁর আদর্শকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার চেতনা, আদর্শ ও মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

মন্ত্রী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন আয়োজিত ‘স্মরণে শপথে ১৫ আগস্ট’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

বক্তব্যের শুরুতে মন্ত্রী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও বঙ্গবন্ধুর সাবেক একান্ত সচিব ড. ফরাস উদ্দিন, কবি নির্মলেন্দু গুণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এস এম মাকসুদ কামাল, বঙ্গবন্ধুর অন্যতম ব্যক্তিগত সহযোগী হাজী গোলাম মোর্শেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার।

#

দীপংকর /নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/২১০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৬

**বঙ্গবন্ধু এক মহান আদর্শের নাম**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালিসত্তাকে ও একাত্তরের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু এক মহান আদর্শের নাম। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা দেশ। সমগ্র জাতিকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় প্রস্তুত করেছিলেন।

আজ রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে শাহবাগ থানা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ স্মরণে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, ১৫ ও ২১ আগস্টের ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারীদের মুখোশ অচিরেই উন্মোচিত করা হবে। জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। তিনিই এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান কুশীলব। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সংসদে পাস করিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করেছিলেন।

শাহবাগ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিএম আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা ইন্দিরা। আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসনাত এবং সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ।

#

গিয়াস/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/২০৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৫

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) এর লোগো ও ট্রফি উন্মোচন

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

 আজ রাজধানীর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) -২০১৯ এর লোগো ও ট্রফি উন্মোচন করা হয়েছে।

 উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব ড. জাফর উদ্দীন ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন।

 প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর চেতনায় মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার শপথে এবং একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ হিসেবে তরুণ সমাজকে প্রস্তুত করতে এই ধরনের উদ্যোগে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

 উল্লেখ্য, আগামীকাল (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) -২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) -এ উপজেলা পর্যায়ে ৪ হাজার ৮২৮টি, জেলা পর্যায়ে ৫৮১টি, বিভাগীয় পর্যায়ে ৬৮টি ও জাতীয় পর্যায়ে ৮টি দলের সর্বমোট ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবে এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-এ জেলা পর্যায়ে ৫৮১টি, বিভাগীয় পর্যায়ে ৬৮টি ও জাতীয় পর্যায়ে ৮টি দলে মোট ১১ হাজার ৮২৬ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবে।

#

আরিফ/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৪

**১০ সেপ্টেম্বর পবিত্র আশুরা**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

 বাংলাদেশের আকাশে আজ ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র মহরম মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর রবিবার থেকে পবিত্র মহরম মাস গণনা শুরু হবে। প্রেক্ষিতে, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সারাদেশে পবিত্র আশুরা পালিত হবে।

 আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররমস্থ সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ।

 সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব মোঃ খলিলুর রহমান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ জহির আহমদ, ওয়াক্ফ প্রশাসক মোঃ শহীদুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার ফায়জুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব কাজী নুরুল ইসলাম, সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোঃ আলমগীর রহমান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শাহ মোঃ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ আবদুর রহমান, ঢাকা জেলার এডিসি (জেনারেল) মোঃ শাহিদুজ্জামান, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা শেখ নাঈম রেজওয়ান ও লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুফতি নেয়ামত উল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় বিশেষজ্ঞ আলেম-ওলামাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 সভায় ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র মহরম মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সকল জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সকল কার্যালয় এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অদ্য ২৯ জিলহজ ১৪৪০ হিজরি, ১৬ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ৩১ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র মহরম মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

#

আনোয়ার/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯৩

**নদী বন্দরসমূহে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

ময়মনসিংহ, সিলেট, টাঙ্গাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, মাদারীপুর, নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের দুপুর
২টার প্রতিবেদন অনুযায়ী আজ এ তথ্য পাওয়া গেছে।

 আজ সকাল ৯টা থেকে ২৪ ঘণ্টার পূর্ভাবাস অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়**;** রংপুর**,** ময়মনসিংহ**,** ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের দু**’**এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

 সব নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচে রয়েছে।

#

দলিল/নাইচ/রাহাত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/২০১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯২

**বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শ সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে**

 **---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও দর্শন এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানাতে সারা দেশে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পুস্তক পাঠ ও কুইজ প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে এ ধরনের আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে এটি আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ফলপ্রসূ হবে এবং এটিকে বিভাগ থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে টাঙ্গাইল জেলার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে বাংলা একাডেমি আয়োজিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র পুনর্পাঠ প্রশ্নোত্তর পর্ব’ শীর্ষক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বাংলা একাডেমির সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র জামিলুর রহমান মিরন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে বিচারকমণ্ডলী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রোকেয়া প্রাচী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জুনায়েদ আহমদ হালিম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সুভাষ সিংহ রায়।

উল্লেখ্য, কুইজ তথা প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী টাঙ্গাইল জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো সরকারি শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়, সন্তোষ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ, টাঙ্গাইল কালেক্টরেট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, টাঙ্গাইল দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, বিবেকানন্দ স্কুল এন্ড কলেজ, বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক বিদ্যালয়, আদি টাঙ্গাইল উচ্চ বিদ্যালয় ও সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়।

পরে প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা জনকল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিএমজেএফ) আয়োজিত "জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা ও বিএমজেএফ এর করণীয়" শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৯২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯১

**বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকারীরা ছিল কাপুরুষ**

**-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরাই বঙ্গবন্ধু-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকারীরা ছিল কাপুরুষ।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শহিদদের মাগফেরাত কামনায় ৬০ হাজার ৭৫ বার পবিত্র কোরআন খতমের আখেরি মোনাজাত ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জুয়েনা আজিজ।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধীরা মিথ্যার রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর তারা সত্যকে অস্বীকার করে মানুষকে বিপথগামী করে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাসকে ভূলুণ্ঠিত করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক তা পূরণ করে যাচ্ছেন।

 পরে মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন।

#

জাকির/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৯০

**হাজার হাজার মানুষ হত্যার জন্য আগে জাতির কাছে ক্ষমা চান**

**---বিএনপিকে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে ঘুমন্ত বাসযাত্রী, থেমে থাকা গাড়ির ঘুমন্ত চালক, অন্তঃসত্ত্বা মা, স্কুলফেরত শিশু-কিশোর, ইজতেমার মুসল্লিদের পুড়িয়ে মারাসহ দু’বারের শাসনামলে সহস্রাধিক মানুষ হত্যা আর চার হাজার গাড়ি পোড়ানোর জন্য বিএনপিকে আগে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবার, জাতীয় চারনেতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘২০১৩-১৪-১৫ সালে অবরোধের নামে ও নির্বাচন বানচালের হীন চক্রান্তে পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে ঘুমন্ত বাসযাত্রী, থেমে থাকা গাড়ির ঘুমন্ত চালক, অন্তঃসত্ত্বা মা, স্কুলফেরত শিশু-কিশোর, ইজতেমার মুসল্লিকে পুড়িয়ে হত্যা-সহ দু'বারের শাসনামলে বিএনপি সহস্রাধিক মানুষকে হত্যা করে, তারা চার হাজার গাড়ি ও ত্রিশটি লঞ্চ পোড়ায়, ২০১৪ সালের নির্বাচনের সময় তারা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের বইসমেত ৫০০ স্কুলঘর পুড়িয়ে দেয়, পোড়া মানুষ আর পোড়া বইয়ের জন্য আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়েছিল। মীর্জা ফখরুল সাহেবদের বলবো, মীর্জা ফখরুলের ভারপ্রাপ্ত এবং পূর্ণ মহাসচিব দুঃসময় মিলেই জাতির ওপর যে হত্যাযজ্ঞ তারা চালিয়েছেন, অন্য কথা বলার আগে এসব নির্মম অপরাধের জন্য বিএনপির উচিত আগে জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া’।

‘শুধু তাই নয়, বিএনপি দলটিই জনগণের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে’ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান যেমন বঙ্গবন্ধু হত্যার কুশীলব, হত্যাকারীদের রক্ষক ও পুরস্কারদানকারী, তেমনি ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে তিনি ১ হাজার ৬০০ সেনাসদস্যকে নির্বিচারে এমনকি কাউকে কাউকে ছুটি থেকে ডেকে এনে হত্যা করেছেন। তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে সহস্রাধিক আওয়ামী লীগ কর্মী হত্যা, ২০০৪ সালে প্রকাশ্য দিবালোকে বৃষ্টির মতো গ্রেনেড ছুঁড়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের অপচেষ্টা, জঙ্গিদের মদদ দিয়ে হত্যা-খুনের রাজনীতি কায়েম এবং পেট্রোলবোমা ছুঁড়ে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন’।

‘যাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র হচ্ছে মানুষ হত্যা, সরকারের সমালোচনা করার অধিকারই তো তাদের থাকে না’ উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কুশীলবদের বিচারের জন্য একটি কমিশন এবং পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ ও সন্ত্রাসের হুকুমদাতাদেরও বিচারের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা উচিত’।

আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার জাকির আহমদের সভাপতিত্বে সাবেক মন্ত্রী এডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু ও আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী বিশেষ অতিথি এবং আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট বলরাম পোদ্দার, আকতার হোসেন, শাহাদাত হোসেন টয়েল, অরুণ সরকার রানা প্রমুখ আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৮৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮৯

**আহত কৃষ্ণা রায়ের চিকিৎসায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা এবং অপরাধীদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে**

**--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত বিআইডব্লিউটিসির কর্মকর্তা কৃষ্ণা রায়ের চিকিৎসায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ দুর্ঘটনার জন্য অপরাধীদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কৃষ্ণা রায়কে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে স্বাস্থ্য সচিব আসাদুল ইসলাম, বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান প্রণয় কান্তি বিশ্বাস এবং পঙ্গু হাসপাতালের পরিচালক আব্দুল গনি মোল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা কৃষ্ণা রায়ের চিকিৎসায় সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। কৃষ্ণা রায়ের চিকিৎসার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অবহিত রয়েছে।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৮১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮৮

দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে

---আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক নারী পুরুষ সকল উদ্যোক্তাদের জন্য স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে সরকার অনুদান-সহ বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করছে উল্লেখ করে বলেছেন, স্টার্টআপকে প্রারম্ভিক পর্যায়ে ১০ লাখ টাকা এবং পরবর্তী সময়ে ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের আইডিয়া ফ্লোরে নারীদের জন্য স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান

‘শী লাভস টেক বাংলাদেশ’ এর উদ্যোগে গ্লোবাল উইমেন কম্পিটিশন সিরিজ ২০১৯ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ-সহ বিশ্বজুড়ে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা অত্যন্ত কম, শতকরা ৯ ভাগ মাত্র। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হলে নতুন নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া ও সলিউশন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে ইনক্লুসিভ। একটি কমন প্লাটফর্মের মাধ্যমে নারী পুরুষ সকলেই যেন এর সুফল ভোগ করতে পারে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগ দেশের বিভিন্ন জেলায় ২৮টি হাইটেক পার্ক ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আইডিয়া প্রকল্পের পরিচালক মুজিবুল হক, ইনভেস্টমেন্ট এডভাইজার টিনা এফ জেবিন ও আইডিএলসি এর সিইও আরিফ খান।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৮৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮৭

**দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত হাসপাতালগুলোতে সর্বমোট ডেঙ্গু আক্রান্ত ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৭০ হাজার ১৯৫ জন। তার মধ্যে চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন ৬৫ হাজার ১৫০ জন। এ যাবত ৫৭ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে ।

 বর্তমানে সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত ডেঙ্গুরোগী আছেন ৪ হাজার ৮৬০ জন, যার মধ্যে ঢাকার ৪১টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি আছেন ২ হাজার ৬৯৬ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে নতুন ৭৬০ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, যার মধ্যে ঢাকা শহরে ৩৪৯ জন।

#

আয়শা/নাইচ/রাহাত/আব্বাস/২০১৯/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২৮৬

**জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “বাণিজ্য ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। রপ্তানি বৃদ্ধিতে দেশের কৃতী রপ্তানিকারকদের স্বীকৃতি প্রদানের এ অনুষ্ঠানের আয়োজক এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

 দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে রপ্তানি বাণিজ্যের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ বিশ্ব বাজারে নিজেদের উৎপাদিত মানসম্পন্ন পণ্য রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল করে বিশ্ব পরিমণ্ডলে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডে গতি আনয়নের মাধ্যমে রপ্তানি খাতকে অনন্য উচ্চতায় নেওয়ার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। এছাড়া বর্তমান সরকার দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি খাতের বিকাশে বিভিন্ন প্রকার সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি রপ্তানি কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এ কারণে দেশের রপ্তানি সম্প্রসারণে বাজার ও পণ্যের বহুমূখীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা, নতুন বাজার সৃষ্টি, পণ্যের পাশাপাশি সেবা খাতের সম্প্রসারণ প্রভৃতি প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে বর্তমান সরকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। আমাদের সরকার ব্যবসা-বান্ধব সরকার। ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে দেশের বিভিন্ন জেলায় একশ’টি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চারিত হবে।

 রপ্তানি বাণিজ্য একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড ও চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যে সকল প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করেছে তাদের স্বীকৃতি প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে মনে করি। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণের এ উদ্যোগ দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

 আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৬-১৭ বিতরণ অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/নাইচ/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/১৬৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২৮৫

**জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে ২০১৬-১৭ সময়ে জাতীয় রপ্তানিতে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ কৃতী রপ্তানিকারকদের রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে এ উদ্যোগ একদিকে যেমন রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করবে, অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

 রপ্তানি বাণিজ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি রপ্তানিকারকদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান-২০১৯ দেশের কৃতী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদানে সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ। এর ফলে দেশের অন্যান্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁদের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

 বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করেছে। নতুন প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। রপ্তানি বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য পণ্যের মান উন্নয়নের পাশাপাশি নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি, বর্তমান বাজারকে সুসংহত করা এবং নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি তালিকায় যুক্ত করতে হবে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে রপ্তানিকারকদের সম্মাননা ও জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ এর আলোকে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করছে।

 জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান সফল হোক-এ কামনা করি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

আজাদ/নাইচ/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০১৯/১৬৫০ঘণ্টা